**ত্রিপুরা সরকার**
**তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার**
*****

স-৫২১
আগরতলা, ১০ মে, ২০১৮

## বই-এর চাইতে বড় বন্ধু আর কিছু হতে পারে না ঃ মুখ্যমন্ত্রী

বই মানুষের জীবনে একটা ভালো বন্ধু হিসাবে সব সময় সহযোগিতা করতে পারে। কারণ বই-এর চাইতে বড় বন্ধু আর কিছু হতে পারে না। গতকাল অমরপুর টাউন হল প্রাঙ্গণে চতুর্থ অমরপুর বইমেলার উদ্বোধন করে একথাগুলি বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, মানুষ যখন বই পড়বে তখন আপনা আপনিই তার মধ্যে ব্যক্তিত্ব তৈরী হবে। আমরা প্রত্যেক সরকারি আধিকারিকের কাছে গুড ম্যানার আশা করি। কারণ সময়ের কাজ সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করাও একটা গুড ম্যানার। আর এই গুড ম্যানার তৈরী হয় বই পাঠের মাধ্যমে। শুধু তাই নয় বই পাঠের মাধ্যমে নিয়মানুবর্তিতা, সময়,নিষ্ঠা ইত্যাদি সম্পর্কেও ধারণা তৈরী হয়। কোনো ব্যক্তির যদি বইয়ের সাথে সম্পর্ক বা বন্ধুত্ব তৈরী হয় তাহলে তার মধ্যে নিশ্চয়ই গুড ম্যানার তৈরী হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ব্যক্তির চরিত্রের গঠনও হয় বইয়ের মাধ্যমে। এদিকে, বইমেলার অনুষ্ঠান মঞ্চেই অনুষ্ঠিত হয় মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে কবি প্রণাম অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২৫শে বৈশাখ দিনটি সকল ভারতবাসীর জন্য স্মরণীয় দিন, এই পূণ্যদিনেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, মানুষ তাঁর জীবনে দুটি তিথিকে সব সময় মনে রাখে, একটি হচ্ছে নিজের জন্মতিথি আর একটি হচ্ছে ২৫শে বৈশাখ তিথি। গ্রামগঞ্জের মানুষ কোনো কারণে নিজের জন্মতিথি ভুলে গেলেও ২৫শে বৈশাখ যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মতিথি তা কখনো ভুলেন না।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কোন ভাষা বা শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, যাকে শুধু নোবেল পুরস্কারের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা যায় না। ভারতীয় কৃষ্টি-সংস্কৃতির এমন কোন দিক নেই যেখানে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি নেই। আমরা গর্ববোধ করি রবীন্দ্রনাথের মতো এমন বিরল প্রতিভা আমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলায় জন্মগ্রহণ করলেও তিনি ত্রিপুরাকে হৃদয়ে রেখেছেন। ত্রিপুরাকে ভালবেসে এ রাজ্যে সাত বার এসেছেন। শুধু তাই নয় ত্রিপুরার রাজাদের নিয়ে রাজর্ষি উপন্যাস ও বিসর্জন নাটক রচনা করেছিলেন। ত্রিপুরার রাজাও তাঁকে কবি ও ভারত ভাস্কর উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। তিনি বলেন, মাতাবাড়ী থেকে ভুবনেশ্বরী মন্দির পর্যন্ত রোপওয়ে তৈরী করার চিন্তা ভাবনা করছে রাজ্য সরকার। যাতে পূণ্যার্থীরা মাতাবাড়ী দর্শন করে সহজেই ভুবনেশ্বরী মন্দিরে আসতে পারেন। পাশাপাশি মাতাবাড়ী, ভুবনেশ্বরী মন্দির সহ বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য ভারত সরকারের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগকে উদ্যোগ নেবার জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরার সংস্কৃতিকে বিশ্বের দরবারে আরও বেশী করে তুলে ধরার জন্য এ রাজ্যের সংস্কৃতির উপর বই রচনার জন্য সাহিত্যিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবে বলে তিনি আশ্বাস প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিধায়ক রঞ্জিত দাস, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এসোসিয়েট প্রফেসার ড. অলক ভট্টাচার্য, অমরপুরের মহকুমা শাসক অরুণ কুমার রায় এবং অমরপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন তরুণ চক্রবর্তী।

****